216716 - তারা তাদের কর্মীকে একটা লভ্যাংশ দেয় এবং এ লভ্যাংশটি বাধ্যতামূলকভাবে মুনাফাভিত্তিক সুদী ব্যাংকে জমা রাখে। এর হুকুম কী?

প্রশ্ন

আমি কানাডার একটি এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করি। প্রতি বছর শেষে কোম্পানী কর্মীদেরকে লাভের একটি অংশ প্রদান করে। তারা কর্মীদেরকে একটা অংশ নগদ প্রদান করে। আর একটা অংশ বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকে রাখে; যা রিটায়ার্ড করার সময় পাওয়া যাবে। যে অংশটি ব্যাংকে রাখা হয় এর উপর সুদভিত্তিক মুনাফা আসে। এর থেকে বাঁচার উপায় নাই। তবে এ মুনাফাকে এড়িয়ে যাওয়ার একটি উপায় আছে। সেটা হল এ অর্থটা তাদের সাথে বিনিয়োগ করা। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তারা এ অর্থটা হারাম ব্যবসায় খাটাবে; যেমন- সুদী ব্যাংক, এ্যালকোহল, সিগারেট, আরও অন্যান্য জিনিস এবং সুদী ব্যাংকগুলোর অন্যান্য ইনভেস্টমেন্টে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

প্রতি বছর শেষে কোম্পানী যে অংশটি প্রদান করে এটি কর্মীদের পারিশ্রমিক ও বেতনের একটি অংশ। যেহেতু এই অর্থটি আলাদা করে কর্মীর জন্য নির্দিষ্ট একাউন্টে রাখা হয় সুতরাং এটি উক্ত কর্মীর মালিকানাধীন সম্পদ হিসেবে গণ্য। কিন্তু চাকুরীকালীন সময়ে, রিটায়ার্ড করার আগে এ অর্থের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ না দেওয়াটা এ অর্থের উপর তার মালিকানাকে খর্ব করে; যদিও মূল মালিকানাকে বাতিল করে না।

কোম্পানী কর্তৃক এ অর্থটি সুদি ব্যাংকে রাখা নিরেট অন্যায় ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু তারা হারামভাবে অর্থটি জমা রেখে তার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করছে। যদি আমরা এ কথা ধরেও নিই যে, চাকুরীর চুক্তিপত্রে সই করার মাধ্যমে তার সম্মতির ভিত্তিতে এই অর্থের উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে তাকে বিরত রাখা হচ্ছে। কিন্তু তদুপরি কোন অবস্থায় এই অর্থ সুদী কারবারে জমা রাখা তাদের জন্য বৈধ হতে পারে না।

এ অর্থটি গ্রহণ করার পর কর্মীর উপর আবশ্যক হবে: এটাকে সুদ মুক্ত করা; যদিও শুরুতে তিনি তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কেননা এ সুদ তার অর্থ থেকে উৎপন্ন। তিনি সম্পদকে মুক্ত করবেন এভাবে: অতিরিক্ত সুদটা কোন ভাল কাজে দান করে দিবেন; যাতে করে হারাম মাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। তবে, অতিরিক্ত সুদটা তাদের জন্য রেখে দিবেন না।

আর যদি বিষয়টি এমন হয় যে, এ সম্পদকে নিরেট সুদের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা নতুবা হারামমিশ্রিত বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধি

করা: তাহলে নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় অপশনটি প্রথমটির চেয়ে কম গুরুতর। সে ক্ষেত্রেও অর্থটি গ্রহণ করার পর হারাম অংশ থেকে এটাকে মুক্ত করা আবশ্যকীয়। সাধ্যানুযায়ী হারাম অংশের পরিমাণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করবে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।